তারিখ 06 MAR 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

আটকাদেশপ্রাপ্ত ৫ জন ছাত্রের মুক্তির দাবীতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তা বন্ধ করে একটি ব্যানার টানিয়ে দিয়েছে। ---সংবাদ

ছাত্রদের আটকাদেশের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উত্তেজনা

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

রোববার ৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার এবং পরবর্তী সময়ে তাদের আটকাদেশ দেয়ার প্রতিবাদে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চতুর্থ দিনের মত গতকাল বুধবার ক্লাস বর্জন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তেজিত ছাত্ররা গত মঙ্গলবার রাতে একটি সরকারী জীপ, গতকাল ভোরে বিআরটিসি'র মাল বোঝাই দু'টি ট্রাক এবং সকাল ১১ টার দিকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একটি আবর্জনাবাহী ট্রাক আটক করেছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গাড়ীগুলো আটকাবস্থায় ছিল।

গতকাল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে প্রেসক্লাবে জমায়েত হয়। সেখান থেকে ফেরার পথে মিছিলটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটের কাছে পৌঁছলে কয়েকজন উত্তেজিত ছাত্র সেখানকার দু'টি প্যাণ্ডেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় কয়েকটি গাড়ীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য, গত রোববার এখানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এরশাদ প্রধান অতিথি

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

উত্তেজনা

(১ম পাতার পর)

ছিলেন এবং তার প্রতিবাদে বিক্ষোভরত অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন ছাত্রকে সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয়।

ঢাকা এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সকল রাস্তায় গতকাল সারাদিন রিক্সা ছাড়া অন্যান্য যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। ইট, বাঁশ, পরিত্যক্ত পানির ট্যাংক ইত্যাদি দিয়ে ছাত্ররা রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে। ছাত্ররা গতকাল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ভবন ও গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। আটককৃত ছাত্রদের রেফার্ড পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ার জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানিয়েছে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রণ্ট কেন্দ্রীয় সংসদ, ছাত্রলীগ (মা-না) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ছাত্র আটক ও তাদের আটকাদেশ দেয়ার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে তা প্রত্যাহার এবং তাদের মুক্তি দাবী করেছে।

আজ প্রতিবাদ সমাবেশ

আটকাদেশ প্রত্যাহার করে ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে এবং গ্রেফতার ও আটকাদেশ দেয়ার প্রতিবাদে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনারে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।